প্রথম আলো

JAN. 08 2002

JAN. 07 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... সোম ...

মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবর্তিত গ্রেড পদ্ধতির সমস্যা এবং সমাধানের সুপারিশ

ড. মোঃ ফজলুল বারী

যেকোনো পর্যায়ে একটি পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষার্থীর মেধা ও মননের প্রকৃত মূল্যায়ন, এই মূল্যায়ন বা গ্রেডিং পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে কোনো ছাত্রছাত্রীর জিপিএ (GPA) হ্রাস না পায়। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পর্যায়ে ২০০১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা থেকে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়েছে। উন্নত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত আন্তর্জাতিক এ গ্রেডিং পদ্ধতি এসএসসি পর্যায়ে চালুর সিদ্ধান্তকে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও দেশবাসী স্বাগত জানিয়েছেন। আগামী ২০০৩ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পর্যায়েও লেটার গ্রেডিং চালু হবে।

কিন্তু এসএসসি পর্যায়ে যেভাবে লেটার গ্রেডগুলোকে বিন্যাস করা হয়েছে এবং গত পরীক্ষায় যেভাবে বিষয়ভিত্তিক গ্রেড প্রদান করা হয়েছে তাতে প্রধান দুটি সমস্যা/অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে একজন ছাত্রছাত্রীর মেধার যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হচ্ছে এবং এতে প্রতি বছর অনেক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে বলে অভিজ্ঞ মহল আশঙ্কা করছেন।

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় শতকরা ৮০ বা তদোর্ধ্ব নম্বর পেলে ছাত্রছাত্রীকে অতি উত্তম এবং লেটার মার্কস পেয়েছে বলে গণ্য করা হয়। পাস নম্বর হিসেবে ৩৩ শতাংশ দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে। এসব বিবেচনায় ৮০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব নম্বরের জন্য A+ এবং ৩৩-৪০ শতাংশ নম্বরের জন্য D গ্রেড প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এ সিদ্ধান্ত ঠিক আছে। প্রাপ্ত নম্বর ৫১-৫৯ শতাংশ হলে B গ্রেড এবং প্রাপ্ত নম্বর ৪১-৫০ শতাংশ হলে C গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। B এবং C গ্রেডের নম্বরের বিস্তার ১০ নম্বর ধার্য করা যথার্থ হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে A গ্রেডের জন্য নম্বরের অধিক বিস্তার (৬০-৭৯ শতাংশ) যার ব্যবধান ২০ নম্বর।

এ গ্রেড পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটা উন্নত বিশ্বের গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না এবং নিম্নে উল্লিখিত দুটি সমস্যার কারণে এ পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

প্রধান সমস্যার কারণ হচ্ছে A গ্রেডের জন্য শতকরা নম্বরের অধিক বিস্তার (৬০-৭৯ শতাংশ) যার পার্থক্য ২০ নম্বর। দ্বিতীয় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র আলাদাভাবে পরীক্ষা হলেও এ দুটি বিষয়ে দুই পেপারের গড় নম্বরের ভিত্তিতে একটি করে গ্রেড প্রদান। এ সমস্যাগুলোর কারণ নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো।

প্রথম সমস্যা

এসএসসি গ্রেডিং পদ্ধতিতে A গ্রেডের সংশ্লিষ্ট ২০ [illegible] (৬০-৭৯ শতাংশ) ছাত্রছাত্রীদের মেধার সমান মূল্যায়নে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী যদি কোনো কারণে একটি বিষয়ের ৮০ নম্বরের স্থলে ৭৯ নম্বর পেলেই গ্রেড পদ্ধতিতে তার গ্রেড ৬০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সমতুল্য হয়ে পড়ছে। কোনো অবস্থায় ৬০ নম্বর প্রাপ্ত একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে কোনোভাবেই ৭৯ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সমতুল্য গণ্য করা যায় না এবং একই লেটার গ্রেড A প্রদান করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

এরূপ গ্রেডিং পদ্ধতিতে একজন প্রকৃত মেধাবী ছাত্র অন্য কোনো কম মেধাবী ছাত্রের তুলনায় অবমূল্যায়নের শিকার হবে। যেমন ধরা যাক, একজন ছাত্র নয়টি বিষয়ে ৭৯ এবং বাকি একটি বিষয়ে ৫৯ নম্বর পেল। এতে প্রাপ্ত তার মোট নম্বর হলো ৭৭০ যা পূর্বের স্টার মার্ক ৭৫০-এর অধিক। কিন্তু লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে এই ছাত্রের গ্রেড হবে নয়টি বিষয়ে A, একটি বিষয়ে B, মোট গ্রেড পয়েন্ট ৩৯ (৯X৪+১X৩) এবং গ্রেড পয়েন্ট গড় (GPA) হবে ৩.৯ (=৩৯÷১০)। এখন ধরা যাক তার চেয়ে কম মেধাবী একজন ছাত্র প্রতি বিষয়ে ৬০ নম্বর পেল। এতে দ্বিতীয় ছাত্রটির প্রাপ্ত মোট নম্বর দাঁড়ায় ৬০০ (যা স্টার মার্কের চেয়ে ১৫০ কম)। কিন্তু তার গ্রেড হচ্ছে ১০টি বিষয়ে A, মোট গ্রেড পয়েন্ট ৪০ (=১০X৪) এবং গ্রেড পয়েন্ট গড় ৪.০০(=৪০÷১০)। সুতরাং গ্রেডিং পদ্ধতির ত্রুটির কারণে ৭৭০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রটি (এ যাবৎ যাকে স্টারপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্র বলে গণ্য করা হতো) এখন ৬০০ নম্বর প্রাপ্ত একজন ছাত্রের চেয়ে কম মেধাবী বলে বিবেচিত হবে। ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা অন্য কোনো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে ৭৭০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রের চেয়ে ৬০০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রটি অগ্রাধিকার পাবে। একজন মেধাবী ছাত্রের প্রতি এটা হবে দারুণ এক অবিচার।

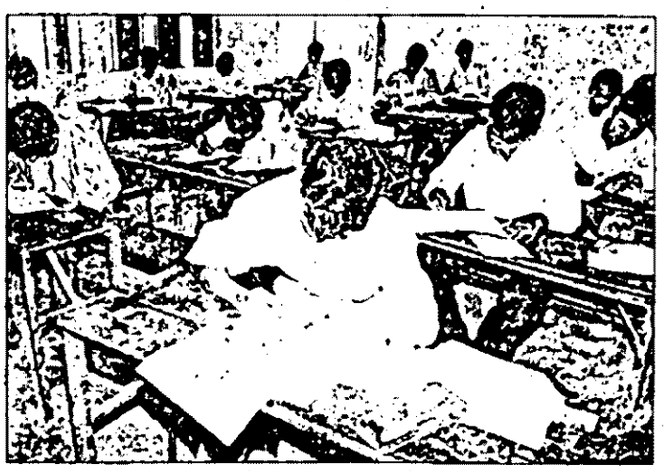

পরিস্থিতির ফলাফলে একজন ছাত্রের [illegible] পরীক্ষা নেওয়ার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে তা বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে পরিচালিত গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৫ থেকে ১০ নম্বরের ধাপে লেটার গ্রেড প্রদান করা হয়। এমনকি বাংলাদেশেও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ নম্বরের ধাপে লেটার গ্রেড প্রদান করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব সমস্যাও বিবেচনা করে বিভিন্ন গ্রেডের মধ্যে পার্থক্য রাখা হয়েছে মাত্র ৫ নম্বর। ফলে ছাত্রছাত্রীদের সম্যকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫ নম্বরের এ ব্যবধান/বিস্তার কম বলে মনে হলে ১০ নম্বরের ব্যবধান/বিস্তারে গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন করলে ছাত্রছাত্রীদের মেধা মূল্যায়নে ন্যায় বিচার করা সম্ভব হবে। (নিম্নে সুপারিশ-১ দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতিতে একজন প্রকৃত মেধাবী ছাত্র অন্য কোনো কম মেধাবী ছাত্রের তুলনায় অবমূল্যায়নের শিকার হবে

দ্বিতীয় সমস্যা

এসএসসি পরীক্ষায় একজন ছাত্র বা ছাত্রী ১০টি আবশ্যিক বিষয় এবং একটি ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষা দেয়। যেমন বিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্রের অতিরিক্ত বিষয় জীববিজ্ঞান হলে তার পরীক্ষার বিষয়গুলো হবে নিম্নরূপ: আবশ্যিক বিষয় (১) বাংলা প্রথম পত্র (২) বাংলা দ্বিতীয় পত্র (৩) ইংরেজি প্রথম পত্র (৪) ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র (৫) গণিত (৬) ধর্ম (৭) সামাজিক বিজ্ঞান (৮) উচ্চতর গণিত (৯) পদার্থবিজ্ঞান (১০) রসায়ন, ঐচ্ছিক বিষয়: জীববিজ্ঞান। কিন্তু গ্রেড প্রদানের সময় বাংলা ও ইংরেজির ক্ষেত্রে দুই পেপারের গড় নম্বরের ভিত্তিতে একটি করে লেটার গ্রেড প্রদান করা হয়। ফলে বিষয়ভিত্তিক লেটার গ্রেডের সংখ্যা ১০-এর পরিবর্তে আটটি হয়। এতে একজন ছাত্রের গ্রেড ও গ্রেড পয়েন্ট গড় কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এ কারণে দ্বিতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

ধরা যাক, একজন ছাত্র বাংলা প্রথম পত্রে ৮০ এবং দ্বিতীয় পত্রে ৭০ নম্বর পেল। এ দুই পেপারের গড় নম্বর দাঁড়ায় ৭৫ [=(৮০+৭০)÷২] এবং গড় নম্বর ৭৫ হওয়ায় বর্তমান পদ্ধতিতে লেটার গ্রেড হয় A (গ্রেড পয়েন্ট ৪.০)। কিন্তু প্রতি পেপারে আলাদা গ্রেড দিলে বাংলা প্রথম পত্রে A+ (গ্রেড পয়েন্ট ৫.০) এবং দ্বিতীয় পত্রে A (গ্রেড পয়েন্ট ৪.০), এতে গড় জিপিএ হতো ৪.৫ [=(৫+৪)÷২]। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, দুই পেপারে আলাদা আলাদা লেটার গ্রেড না দিয়ে পেপার দুটির গড় নম্বরের ভিত্তিতে একটি লেটার গ্রেড দিলে গ্রেড পয়েন্ট ০.৫ কমে যাচ্ছে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এই সমস্যার কারণে ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হচ্ছে। দুটি আবশ্যিক বিষয়ের প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা লেটার গ্রেড প্রদান করলে এ সমস্যার সমাধান হবে (নিম্নে সুপারিশ-২ দ্রষ্টব্য)।

সুপারিশ

উপরোক্ত বিশ্লেষণ ও লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে দেশে-বিদেশে শিক্ষাদানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসএসসি পর্যায়ের বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধনের জন্য নিম্নলিখিত দুটি সুপারিশ উপস্থাপন করছি।

সুপারিশ ১

ছাত্রছাত্রীদের মেধার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য ৬০-৭৯ শতাংশ নম্বরের এ বিরাট ধাপকে ৬০-৬৯ শতাংশ এবং ৭০-৭৯ শতাংশ এ দুই ধাপে বিভক্ত করে দুটি বিকল্প উপায়ে বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা যায়। বিকল্প-১ এ শতকরা ৮০-১০০ নম্বরের জন্য A+ (গ্রেড পয়েন্ট ৬), ৭০-৭৯-এর জন্য A (গ্রেড পয়েন্ট ৫), ৬০ থেকে ৬৯ এর জন্য A- (গ্রেড পয়েন্ট ৪) লেটার গ্রেড দেওয়া যেতে পারে। বিকল্প-২ এ শতকরা ৮০ থেকে ১০০ নম্বরের জন্য A+ (গ্রেড পয়েন্ট ৫), ৭০-৭৯-এর জন্য A (গ্রেড পয়েন্ট ৪), ৬০-৬৯-এর জন্য B+ (গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫) এবং ৫০-৫৯ এর জন্য B (গ্রেড পয়েন্ট ৩) লেটার গ্রেড দেওয়া যেতে পারে। বিকল্প-১ অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, কেননা এতে প্রতি গ্রেডের মাঝে গ্রেড পয়েন্টের ব্যবধান সমান। উল্লেখ্য, বিকল্প-১-এ ৬.০ পয়েন্ট স্কেলের গ্রেডিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যা বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত আছে।

সুপারিশ ২

লেটার গ্রেডে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়নের যথাযথ প্রতিফলন ও মূল্যায়নের জন্য ছাত্রছাত্রীরা যে ১০টি আবশ্যিক বিষয়ে পরীক্ষা দেয় তার প্রত্যেকটিতে আলাদাভাবে লেটার গ্রেড প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। এতে কোনো ছাত্রছাত্রী পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে অবমূল্যায়নের শিকার হবে না। উপরন্তু এটা ছাত্রছাত্রীদের গ্রেড পয়েন্ট গড় (GPA) উন্নয়নের সহায়ক হবে যা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগেও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি বা বিদেশে চাকরি লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে।

(ড. মোঃ ফজলুল বারী: অধ্যাপক, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।)